দৈনিক জনকণ্ঠ

২৬/১১/২০০৩

পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

১৭১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির প্রক্রিয়া শেষের পথে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় যোগ্যতার ভিত্তিতে যে ১৭১টি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির প্রক্রিয়া শুরু করেছিল তা শেষের পথে। দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক বা অন্যান্য কারণে যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও এমপিওবঞ্চিত এসব প্রতিষ্ঠান আগামী জানুয়ারি থেকেই বেতন ভাতার সরকারী অংশ পেতে যাচ্ছে। পাঁচ সহস্রাধিক আবেদন যাচাই-বাছাই করে যোগ্যতার ভিত্তিতে এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে ১৭১টি প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে। এগুলোসহ দেশে মোট এমপিওভুক্ত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার সংখ্যা দাঁড়াল প্রায় ২২ হাজার ২শ'।

জানা যায়, রাজনৈতিক সরকারের আমলে বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাধারণত এমপিওভুক্ত করা হয় মন্ত্রী বা এমপির সুপারিশে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে। এমপিওভুক্ত হবার যোগ্য হলেও খুঁটির জোর না থাকায় যোগ্য প্রতিষ্ঠান বছরের পর বছর ন্যায্য পাওনা, অর্থাৎ আর্থিক সুবিধাপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। ফলে বিঘ্ন ঘটছে এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম। শিক্ষকরা আর্থিক দৈন্যদশায় ভুগছেন। এসব পরিস্থিতি বিবেচনা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে যোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে সেগুলো এমপিওভুক্ত করার কাজ শুরু হয়।

সূত্র জানায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এমপিওভুক্তির জন্য প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক আবেদন জমা পড়ে আছে। এগুলোর মধ্যে যোগ্যতার বিভিন্ন মাপকাঠি বিচার-বিশ্লেষণ করে ১৭১টি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাকে এমপিওভুক্তির জন্য প্রাথমিকভাবে মনোনীত করা হয়েছে। এই তালিকা পরীক্ষা-রিরীক্ষার জন্য বর্তমানে বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোতে (ব্যানবেইস) রয়েছে বলে জানা যায়। সূত্র জানায়, আগামী জানুয়ারি মাসের এমপিওতে এসব প্রতিষ্ঠানের নাম অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে বিগত এমপিওতে এসব প্রতিষ্ঠানের নাম অন্তর্ভুক্ত হবার সম্ভাবনাও রয়েছে বলে জানা যায়।

নতুন এমপিওভুক্ত এসব প্রতিষ্ঠানসহ দেশে বর্তমানে মোট এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়াল প্রায় ২২ হাজার ২শ'। এর মধ্যে স্কুলের সংখ্যা প্রায় ১৩ হাজার ৯শ', কলেজের সংখ্যা প্রায় ১৮শ' এবং মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৬ হাজার।